তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৮/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান রাজ
পিতা:- মোঃ সিরাজুল ইসলাম
ঠিকানা-দৈনিক সরেজমিন বার্তা
৭৫, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড
মালিবাগ,ঢাকা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব অরুন কুমার দাস
সহকারী প্রকৌশলী
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জেলা পরিষদ কার্যালয়, গোপালগঞ্জ ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ১৬-০৬-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ২২-১২-২০১৫ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব অরুন কুমার দাস, সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা পরিষদ কার্যালয়, গোপালগঞ্জ বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ও বিজ্ঞাপন বিষয়ক তথ্যঃ

১) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং – ০২/২০১৪-২০১৫
স্মারক নং – খএউ/৪৬.০৪২.০১৪.০৯.০১.০০৯.২০১৪-৩৩২৯/৩৩৩০/৩৩৩১ (তারিখ-০৫-০৮-২০১৫)
তারিখঃ ১০-০৯-২০১৫ ইং
২) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং – ০৩/২০১৪-২০১৫
স্মারক নং – ৫ উঃপ্রঃ-৩/টি-১/২০১৪/৭৩৫
তারিখঃ ১০-০৯-২০১৫ ইং
ক) উল্লেখিত নম্বরের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দুটি যেসব জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেসব পত্রিকার নাম
খ) বিজ্ঞপ্তি দুটি যে তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেই তারিখ
গ) যে প্রতিষ্ঠানটি কার্যাদেশ পেয়েছে তার নাম ও ব্যবসায়িক ঠিকানা
ঘ) যে কয়টি সিডিউল জমা পড়ছিলো তার বিস্তারিত
ঙ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্তপত্র
চ) বিজ্ঞপ্তি দুটি প্রকাশের পর পত্রিকা কর্তৃপক্ষ যে বিল/ ভাউচারের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের বিলের টাকা দাবী করেছে সেই বিল দাবীর কাগজ পেতে চাই।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৫-০২-২০১৬ তারিখে চৌধুরী এমদাদুল হক, প্রশাসক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা পরিষদ কার্যালয়, গোপালগঞ্জ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১২-০৪-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২৫-০৫-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ১৬-০৬--২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। অদ্য ১৬-০৬--২০১৬ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট হাজির।

৪। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ তৌফিকুল ইসলাম,জেলা আইনজীবী সমিতি, গোপালগঞ্জ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি অভিযোগকারীকে সরবরাহ করার জন্য সুচারুভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং শুনানীঅন্তে অভিযোগকারীকে প্রদান করা হবে মর্মে তিনি কমিশনকে অবহিত করেন । তিনি আরো বলেন যে, অভিযোগকারী টেলিফোনে তথ্য চেয়েছেন যা তথ্য অধিকার আইন অনুসারে যথাযথ হয় নি । তদুপরি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট তথ্য কমিশনের নির্দেশক্রমে অভিযোগকারীকে সকল তথ্যাদি সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট প্রার্থনা করেন ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (আরটিআই) নিকট ২২.১২.২০১৫ তারিখে লিখিত আবেদন করেছেন । তথ্য না পাওয়ায় তিনি টেলিফোনে তাগিদ দিয়েছেন । এমতাবস্থায় বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত পূর্নাঙ্গ তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব অরুন কুমার দাস, সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা পরিষদ কার্যালয়, গোপালগঞ্জ কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হলো ।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার